দৈনিক সংবাদ

১৫৮

তারিখ ... MAR 1 0 2000

পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ২

চলতি এসএসসি পরীক্ষা ঃ নকল প্রবণতা বাড়ছে

দলীয় স্বার্থে এগিয়ে আসছেন না রাজনীতিকরা

শিক্ষকদের অসহযোগিতার কারণ ক্ষোভ

রাশেদ আহমেদ ঃ শিক্ষকদের অসহযোগিতা ও রাজনৈতিক কারণে এবার এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক হারে নকল হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের উর্ধ্বতন মহল ও শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উল্লেখিত দুটি কারণই নকল বৃদ্ধির জন্য দায়ী মনে করছেন। তারা জানান, কয়েকটি দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় শিক্ষামন্ত্রীর ওপর ক্ষোভের কারণ থেকেই শিক্ষকরা নকল রোধে তৎপর নন। এলাকায় নিজের রাজনীতির স্বার্থেই এগিয়ে আসছেন না রাজনীতিবিদরা। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সিদ্ধান্ত মফস্বল এলাকায় নকলকে উৎসাহিত করেছে। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত রয়েছে, যেসব বেসরকারি স্কুল ও কলেজে পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার ৫০ শতাংশের কম সেসব স্কুলের সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেয়ার। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেক বেসরকারি স্কুল ও কলেজের অনুদান বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি অনুদান চালু রাখার জন্যই অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নকল করাকে উৎসাহিত করে। আর পরীক্ষার্থী বৃদ্ধির জন্য টেস্ট ও প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ফরম ফিলাপের সুযোগ দেয়া হয়। বেসরকারি শিক্ষকদের সরকারি অনুদানের অংশ ৮০ থেকে ১০০ ভাগে বৃদ্ধি না করা, সাপ্তাহিক ছুটি ১দিন করা ও শিক্ষকদের অফিস সময় বেধে দেয়ায় তারা শিক্ষামন্ত্রীর ওপর অনেকটা বিক্ষুব্ধ। তিন বছর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসরকারি শিক্ষকদের অনুদান ১০০ ভাগ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। শিক্ষকদের ধারণা শিক্ষামন্ত্রীর গড়িমসির কারণেই এ দাবি আজও বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এসব কারণেই নকল প্রতিরোধে শিক্ষকদের অনীহা নকলকে মহোৎসবে পরিণত করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা মন্তব্য করেন, পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষকদের সদিচ্ছাই নকল রোধের জন্য যথেষ্ট। এইচএসসি ও ডিগ্রি পরীক্ষায় না পারলেও অন্তত এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তিনি বলেন, আমার মনে হয়, শিক্ষামন্ত্রী ও সরকারকে শিক্ষকরা 'সাবোটাজ' করতে চাইছেন। নকল বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, নকল হওয়ার বড় কারণ রাজনৈতিক প্রভাব। তিনি বলেন, আমাদের কাছে অবাক লাগে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এত বিরোধ থাকার পরও নকল সহায়তায় তারা ঐকমত্য। নির্বাচনে জেতার জন্য সব দলের নেতারাই নিজ এলাকায় পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও নকল করতে সহায়তা করে। নির্বাচন সামনে চলে আসায় এই প্রবণতা বেড়েছে। নকল হওয়ার এটি একটি কারণ। তিনি বলেন, বিরোধী রাজনৈতিক দল নকল প্রতিরোধে এগিয়ে না এসে এটিকে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। তিনি বলেন, গতবছর নকলের দায়ে যেসব পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়ে তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। ঐ কেন্দ্রগুলো বাতিল করা গেলে এবার নকল অনেক কমে যেত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গতবছর চালাকচর পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হওয়ায় এবার ঐ এলাকায় পরীক্ষা অনেক ভাল হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক 'সংবাদ'কে বলেন, নকল রোধে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমার আর করার কি আছে। নকল রোধ সামাজিক আন্দোলনে রূপ না নিলে পুলিশ বিডিআর দিয়ে কি সম্ভব?

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ শরিফুল ইসলাম বলেন, এতো কড়াকড়ি করা ও ব্যবস্থা গ্রহণের পরও নকল হওয়ার খবর শুনে আমি আহত হয়েছি।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক আহমদ 'সংবাদ'কে বলেন, ১৯৯৭ সালে গঠিত টাস্ক ফোর্সের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা হলে নকল কমে যেত। ঐ রিপোর্টে বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নপত্র করার সুপারিশ রয়েছে। আমরা বলি প্রশ্নপত্র এমন ধরনের করতে হবে যাতে পরীক্ষার্থীরা হলে বই নিয়েও পরীক্ষা দিতে পারে। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্রছাত্রী পাস না করলে অনুদান বন্ধ হয়ে যাবে– সরকারের এ সিদ্ধান্ত নকলকে উৎসাহিত করছে। পাসের কোটা পূরণ করতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নকল সহায়তা করা হয়।

'সংবাদ'-এর নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, সিদ্ধিরগঞ্জের রেবতী মোহন উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল প্রতিরোধ ব্যবস্থা একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে। সেখানে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঐ কমিটি পরীক্ষা চলাকালে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পাহারা দিয়ে নকল রোধ করছে। প্রতিবছরই তারা এ ব্যবস্থা করে।

স্থানীয় পর্যায়ে এভাবে নেতা-কর্মীরা এগিয়ে এলে নকল প্রবণতা কমবে বলে শিক্ষা বোর্ডের এক কর্মকর্তা জানান।